২৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

গ্রামীণ শিক্ষার হাল—শেষ পর্ব

ছাত্রছাত্রীরা যা শিখছে, প্রয়োগ নেই বাস্তবে

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

স্যানিটেশনের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবইতে পড়লেও স্কুলগুলোর স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভাল নয়। সেই সাথে পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কিছু শেখা বা পাঠ্যবই থেকে যা শিখছে বাস্তবে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্পর্কে নেই কোন সচেতনতামূলক কার্যক্রম। চরমোনাই ইউনিয়নের প্রাইমারি স্কুলগুলোর মধ্যে মাত্র গুটিকয়েকের

সরেজমিন চরমোনাই

স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভাল। এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অনেক স্কুলেই টিউবওয়েল নেই, নেই পাকা পায়খানা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্কুলের পায়খানাগুলো শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ব্যবহার করেন। ছাত্রীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা স্কুলে এসে পায়খানা ব্যবহার করে না। একান্ত প্রয়োজন হলে আশপাশের গেরস্ত বাড়িতে চলে যায়। স্কুলের পায়খানায় যেতে লজ্জা করে।

৫ম শ্রেণীর ২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ২ জন মোট ৪ জন ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পাতলা পায়খানা হলে কি খাওয়াতে হয়? সবাই একবাক্যে বলেছে স্যালাইন। কিন্তু স্যালাইন বানাতে হয় কি করে তা কেউ বলতে পারেনি। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কেও স্কুলগুলো কিছুই শিক্ষা দেয় না।

এ ইউনিয়নের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবইতে যা পড়ছে তার বাস্তব প্রয়োগের কোন উৎসাহ বা উদ্যোগ স্কুল থেকে নেই। যেমন : স্কুলের আঙ্গিনা বা বাড়িতে বাগান করা, স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি করার ক্ষেত্রে স্কুলের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেই। বেশিরভাগ স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিলের বাইরে আর কোন কার্যক্রম নেই।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীকে গতিশীল করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রয়োজন। চরমোনাই ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে প্রয়োজন সমন্বিত কার্যক্রমের গম বন্টনের দায়িত্ব শিক্ষকদের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে শিক্ষকরা ক্লাস করতে যত্নবান হতেন। কেননা শিক্ষকদের একটি বড় সময় ব্যয় হয় গমের পিছনে।

নারী শিক্ষা জোর দেয়ার পাশাপাশি ছেলেদের স্কুলে পাঠাতেও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন সমন্বিত প্রচারণা কার্যক্রম।